যায়যায়দিন

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কুদরাত-এ-খুদা, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীন, ভাষাতত্ত্ববিদ ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ঐতিহাসিক ড. আবু মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান, সাহিত্যিক আবুল ফজল, রাজনীতিবিদ মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ, ড. আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী। তাই বাস্তবতার নিরিখে দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ আমাদের আছে বলে মনে হয় না। আমাদের বহুমাত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষারও অনেক অবদান আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো বিভিন্নভাবে এ শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত একটা বিরাট অংশের জন্য শিক্ষার সুযোগকে প্রসারিত করে রেখেছে, যেটা হয়তো আমাদের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি কিংবা বেসরকারিভাবে করা সম্ভব হবে না। তাই এর বিরোধিতা না করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের, প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ও সাধারণ শিক্ষা ধারার সঙ্গে একে সমন্বিত করার নানা উদ্যোগ গ্রহণই প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত। দেশের জাতীয় রাজনীতি ও শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেকেই জানেন না যে, দেশে কতো ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা চালু আছে। দেশে যে বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা উপব্যবস্থা চালু রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা আমাদের জন্য সহজ ও বোধগম্য হয়। দেশে বর্তমানে পরিচালিত মাদ্রাসা শিক্ষা উপব্যবস্থাগুলোর মধ্যে প্রধান দুটি ধারা হলো আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমি মাদ্রাসা। তাছাড়া রয়েছে নূরানী মাদ্রাসা, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা। নূরানী মাদ্রাসাগুলোতে মূলত আল কোরআন সঠিক ও শুদ্ধভাবে পড়ার শিক্ষা দেয়া হয় এবং ফোরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসাগুলোতে আল কোরআন মুখস্থ করানো হয়। সাধারণত নূরানী মাদ্রাসায় দুই বা তিন বছর আরবি পঠন-পাঠনের পর শিক্ষার্থীরা ফোরকানিয়া কিংবা হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। আর ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো আলিয়া এবং কওমি মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার্থী জোগানদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Feeder School) হিসেবে কাজ করে।

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার সমমান দেয়ার কারণে এ শিক্ষা উপব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা সবাই কমবেশি অবগত আছি। তবুও আলোচনার খাতিরে উল্লেখ করা দরকার যে, বর্তমানে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমমানপ্রাপ্ত। ১৯৮৬ সালে দাখিল ও আলিম স্তরকে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসির সমমান দেয়া হয়। তারপর ২০০৬ সালে ফাজিল ও কামিল স্তরকে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমমান দেয়া হয়। সাধারণ মাদ্রাসাগুলো গড়ে উঠেছে। তাই সামাজিক বিনিয়োগের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এসব মাদ্রাসাকে সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর শিক্ষাসেবা প্রদানে আরো সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে আধুনিকায়ন ও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমন্বিতকরণের মাধ্যমে।

এবার বর্তমান সময়ের আলোকে কীভাবে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা যায় এবং মূল ধারার সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমন্বিত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের জন্য আধুনিক শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে মুসলিম শিক্ষাদর্শনের সমন্বয় সাধন করে মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে ক্রমান্বয়ে আপডেটেড এবং আপগ্রেডেড করতে হবে। অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক জীবনযাত্রার উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের পার্শ্ববর্তী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ ভারতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যেতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় ৪০ হাজারের মতো মাদ্রাসায় লাখ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। গত বছর ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ৩২৫ কোটি রুপি বরাদ্দ দিয়েছিল মাদ্রাসাগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নে। আর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও ভারতের মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের ওপর একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এর নেতৃত্বদান করছে ভারতীয় এক একাডেমিক।

রাতারাতি সমস্যার সমাধান করার প্রবণতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। একটা মাদ্রাসাই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কালক্রমে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ লাভ করতে পারে। তারই একটি উদাহরণ দিচ্ছি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত থেকে। পশ্চাৎপদ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে ১৮৫৭ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাদ্রাসাতুল উলুম নামে একটি মাদ্রাসা। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯২০ সালে এটিই পরিণত হয়েছে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি। তাই আমরা বলতে পারি, যদি সঠিক দিকনির্দেশনা ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তবে দেশের মাদ্রাসাগুলো যুগোপযোগী করে গড়ে তুলে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

যেহেতু বাংলাদেশ সরকার কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে

সরকার বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।

কারণে বর্তমান সরকার কওমি মাদ্রাসাগুলোকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা একটা বাস্তবমুখী এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তবে এখানে আমরা নিশ্চিত নই যে, সরকারি স্বীকৃতি বলতে সরকার কী বোঝাতে চাচ্ছে। আমাদের একটা বিষয় প্রথমে বোঝা দরকার, কওমি মাদ্রাসাগুলো কিংবা কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়া এক কথা আর কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমমান দেয়া আরেক কথা। স্বীকৃতি দেয়া মানে কওমি মাদ্রাসাগুলো রাষ্ট্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কিংবা কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা এক ধরনের রাষ্ট্র স্বীকৃত শিক্ষাব্যবস্থা। তার মানে এই নয় যে, তাদের দেয়া সনদ সাধারণ শিক্ষার সমমানের কিংবা তাদের সনদ চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার সনদের মতোই মূল্যায়ন করা হবে। তাই সরকার যে কোনো সময়ই কওমি মাদ্রাসাগুলো কিংবা কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিতে পারে। কিন্তু কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমমান দিতে গেলে সেটা হুট করে দিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ক্রমান্বয়ে সাধারণ শিক্ষার কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে।

কওমি মাদ্রাসার জন্য প্রথমে যে কাজটি করা উচিত তা হলো সব শিক্ষা বোর্ডকে সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একত্রিত করে একটি মাত্র বোর্ড গঠন করতে হবে। বোর্ডটির নামকরণ করা যেতে পারে বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। আর এ বোর্ডের অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে গাজীপুরে অবস্থিত হাজী ক্যাম্পের কোনো একটি ভবন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি কমিটি এ শিক্ষা বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করবে। এ কমিটির সদস্যরা হবেন বর্তমানে বিদ্যমান কওমি মাদ্রাসা বোর্ডগুলো থেকে একজন করে প্রতিনিধি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের পরিচালক এবং ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ। বোর্ড গঠনের পর বোর্ডের প্রথম দায়িত্ব হবে কওমি মাদ্রাসার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। সেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকায়ন এবং বর্তমান সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তাকে অনুষদের (Faculty of Religion and Theology) আওতায় কওমি মাদ্রাসাগুলো আস্তে আস্তে তাদের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা বলা যেতে পারে। এতে করে বেসরকারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে, তেমনি ইউজিসির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কওমি মাদ্রাসাগুলোর জন্য উপযোগী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সগুলোর শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচি তৈরি করা সহজ হবে। অন্যদিকে সরকার একমুখী প্রাথমিক শিক্ষা চালুর প্রচেষ্টা হিসেবে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বোর্ডের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেবে। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো সরকার ইচ্ছা করলে জাতীয়করণও করতে পারে। নতুবা এসব মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো বেতন-ভাতা প্রদান এবং পেশাগত প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোকে প্রাথমিক স্তরের বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত হিসেবে অবশ্যই শিক্ষকদের পিটিআই থেকে ডিপ-ইন-এড সার্টিফিকেট অর্জন করার শর্ত আরোপ করা যেতে পারে। অন্যদিকে ইবতেদায়ি মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণী ও দাখিল মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের যথাক্রমে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এর ফলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর থেকেই সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান করে নিতে সক্ষম হবে। সাম্প্রতিক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশের মাদ্রাসার আধুনিকায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে। তাই ইউরোপিয়ান কমিশনের অর্থে মাদ্রাসা শিক্ষা উপব্যবস্থার জন্য যে কোনো দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী অবকাঠামো গড়ে তোলা ও প্রতিটি মাদ্রাসায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা ধারার সঙ্গে সমন্বিত করতে শিক্ষাক্রম নবায়নে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। আর তা করা সম্ভব হলেই কেবল সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার অঙ্গীকার সরকার বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।

ড. মাহরুফ চৌধুরী: গবেষক, দি ওপেন ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য
mahruf@ymail.com